৮/৮/২০০১

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

অভিজ্ঞ ইংরেজী শিক্ষকের অভাব প্রকট হইলেও অনেকে বেতন-ভাতা পাইতেছেন না

রেজানুর রহমান ॥ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ ইংরেজী শিক্ষকের অভাব প্রকট হইয়া উঠিলেও এই ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ নিস্পৃহ ভূমিকা পালন করিয়া চলিয়াছে। বিগত কয়েক বছর ধরিয়া এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ইংরেজী বিষয়ে অকৃতকার্যের সংখ্যা উদ্বেগজনকহারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অভিজ্ঞ ইংরেজী শিক্ষকের অভাবে এই দুর- বস্থার সৃষ্টি হইলেও কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

(১৫শ পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

অভিজ্ঞ ইংরেজী শিক্ষক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আনার লক্ষ্যে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করে নাই। বরং ৬০ বছরের উর্ধ্বে ইংরেজী বিষয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা স্থগিত করিয়াছে।

দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশঙ্কাজনকহারে অভিজ্ঞ ইংরেজী শিক্ষকের অভাব দেখা দেওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নেয় ৬০ বছরের উর্ধ্বে ৬৫ বছর পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষকের চাকুরীসীমা বর্ধিত করা যাইবে। এইক্ষেত্রে দুই+দুই+ এক বছরের ব্যবধানে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর হইতে চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে। একটি সূত্রের মতে সারাদেশে স্কুল-কলেজ পর্যায়ে কয়েকশত অভিজ্ঞ ইংরেজী শিক্ষক রহিয়াছেন, যাহারা বর্ধিত সময়ে চাকুরী করিতেছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হইতে সম্প্রতি এই সকল অভিজ্ঞ শিক্ষকের বেতন বন্ধ রাখায় অস্থিরতা শুরু হইয়াছে।

একটি সূত্র জানায়, ১৫/০৮/৯৫ মেমো নং ১০/মাউমাইসি-৬/৯৩/১৩৩৩-এ বিএম মিজানুর রহমান সিনিয়র সহকারী সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে সুস্পষ্টভাবে ৬০ বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পরও একজন ইংরেজী বিষয়ের শিক্ষক ৬৫ বছর পর্যন্ত পুনঃনিয়োগপ্রাপ্ত হইতে পারেন বলিয়া সার্কুলার জারি করা হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি এই সার্কুলার অনুসরণ করা হইতেছে না।

এই ব্যাপারে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটসহ বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন ও তাহাদের জোট প্রায় অভিন্ন বক্তব্য প্রদান করিয়াছে। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সমন্বয়কারী মোঃ সেলিম ভূইয়া বলিয়াছেন, 'প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী স্কুল অথবা কলেজ পরিচালনা কমিটি ও বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে আবেদনকারী শিক্ষক বেতন-ভাতার সরকারী অংশের জন্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু মহাপরিচালক অবৈধভাবে তাহাদের ফাইল আটকাইয়া রাখিয়াছেন।'